ভোরের কাগজ

৩/১০/২০০৫

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩ ...

হাজী দানেশ কৃষি কলেজ ও পটুয়াখালী কলেজ দুটিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রসঙ্গে

১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দিনাজপুরে একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের ঘোষণা প্রদান করেন এবং কৃষিমন্ত্রীকে ১০ দিনের মধ্যে একটি প্রকল্প একনেক সভায় পেশ করার জন্য নির্দেশ দেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ৮ কোটি টাকার দিনাজপুর কৃষি কলেজ পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করলে তা একনেক সভায় তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী আজিজুল হক কৃষি কলেজের চরম বিরোধিতা করেন; তখন কৃষি কলেজের পরিবর্তে কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয় এবং আকেরটি সিদ্ধান্ত হয় যে, এ ডিপ্লোমা কলেজটিকে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ কৃষি কলেজে উন্নীত করা হবে। এরপর বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে ১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে দিনাজপুর শহর থেকে ৬ মাইল দূরে ৪৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ স্থাপন করা হয়। এরশাদ সরকারের শেষের দিকে ১৯৮৮ সালে কৃষি ডিপ্লোমা কলেজটিকে বিলুপ্ত এবং সকল সম্পদ আত্মীকরণ করে ২৮ কোটি টাকার হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বারি) এ প্রকল্প বাস্তবায়ন আরম্ভ করলে ২ বছর পরেই বিএনপি সরকার কলেজটির বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয় এবং সংশ্লিষ্ট ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ শেষ করা হয়।

বিগত সরকারের বৃহত্তর দিনাজপুরসহ ৬টি বৃহত্তর জেলায় পৃথক পৃথক চত্বরে ১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৬টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি যৌথ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়। এ প্রকল্পে দিনাজপুর/পটুয়াখালী কৃষি কলেজ দুটিকে বিলুপ্ত করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আত্মীকরণের কোনো সংস্থান রাখা হয়নি। পরে কৃষি কলেজ দুটি বিলুপ্ত করে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্ত বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ ও বরিশাল বিভাগীয় অঞ্চলের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের পরিপন্থী। হাজী দানেশ কৃষি কলেজের প্রতিস্থাপন মূল্য হচ্ছে ১৫০ কোটি টাকা এবং নতুন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের মোট বরাদ্দ হচ্ছে মাত্র ১৬ কোটি টাকা। হাজী দানেশ কৃষি কলেজের মোট জনবল ২৫০ জন (১৮০ জন শিক্ষক) বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট জনবল ৩৫ জন (শিক্ষক ২৫ জন)।

আমরা ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় তথা বৃহত্তর দিনাজপুরের জনগণ বৃহত্তর দিনাজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁওয়ে স্থাপনের লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিনাজপুরে হাজী মোঃ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারক লিপি পেশ করি। দেশের বিশিষ্ট কৃষিবিদবৃন্দ ঢাকা, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে অবস্থিত কৃষি কলেজগুলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত পূর্ণাঙ্গ দিনটি পৃথক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য বিগত ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯ এক স্মারক লিপি পেশ করেন। ঢাকা বিভাগে শেরে বাংলা কৃষি কলেজকে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিগত সংসদ অধিবেশনে আইন পাস করা হয়েছে। অথচ বড়ো আকারের হাজী দানেশ কৃষি কলেজটিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হলো না। কৃষিবিদদের যুক্তিযুক্ত আবেদনসমূহ প্রত্যাখান করে কৃষি কলেজটিকে বিলুপ্ত করে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বিগত সংসদে হাজী মোঃ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করা হয়েছে। এ আইন অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করা হয়নি।

বিএনপি সরকারের সাবেক কৃষিমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া এবং সাবেক মৎস্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল্ নোমানকে ঠাকুরগাঁও সফরের সময় বিষয়টি অবহিত করা হয় এবং বিশিষ্ট কৃষিবিদ অধ্যক্ষ মোঃ ইয়াসিন আলী তাদেরকে প্রয়োজনীয় দলিল পত্র পেশ করেন এবং আমরা কৃষি কলেজটি পৃথক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করে ঠাকুরগাঁও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপনের জন্য বিবৃতি প্রদানের অনুরোধ জানালে তারা প্রতিশ্রুতি দেন যে ঢাকায় বসে তাহারা বিবৃতি দেবেন। সেই বিবৃতি আর আসেনি।

যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে কৃষি বিপ্লব অর্জনে মূলত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবদান রেখেছে আর এ জন্যই ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশে ৩৪টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে, এগুলো প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রতিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি রাজ্যের অথবা অঞ্চলের সার্বিক কৃষি (শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, চাষী ও কৃষি মজুর প্রশিক্ষণ) উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ভারতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক কৃষিবিপ্লব ঘটেছে। সেখানে বাংলাদেশের তুলনায় বিভিন্ন ফসলের একর প্রতি ফলন প্রায় দিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীরা তুলনামূলক কম মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। এ কারণে চোরাচালানে আসা কম মূল্যের কৃষিপণ্যে বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হচ্ছে। বাংলাদেশের চিনির মার্কেট ভারতীয় চিনি ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে এবং বছরে কমপক্ষে ৫ লাখ টন চিনি চোরাপথে বাংলাদেশে ঢুকছে। আগামী ৫ বছরে এর পরিমাণ ১০ লাখ টনে বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের রাজশাহী-খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের একমাত্র সম্ভাবনাময় ভারী শিল্প রোপা আখভিত্তিক চিনি শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন ভারতীয় সস্তা কৃষিপণ্য আমাদের বাজার দখল করবে ফলে বাংলাদেশের কৃষি সেক্টর ও কৃষক শ্রেণী ধ্বংসের মুখোমুখি হতে বাধ্য হবে। এটা ঘটবে কেবল অনভিজ্ঞ ও কৃষি বিষয়ে অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কারণেই।

কৃষি সেক্টর ও কৃষক শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ঢাকা বিভাগে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিভাগে দিনাজপুর হাজী মোঃ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কৃষি কলেজকে রূপান্তর), বরিশাল বিভাগে পটুয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কৃষি কলেজকে রূপান্তর), খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটে জাতীয় ভেটেরিনারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (ভেটেরিনারি কলেজকে রূপান্তর) স্থাপন প্রয়োজন। বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের অনুরূপ বৃহত্তর দিনাজপুর বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প এবং বৃহত্তর পটুয়াখালী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প ২টি কৃষি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ট্রান্সফার করে ঠাকুরগাঁও/ বরগুনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করে দুটি পৃথক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (একনেক অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা চাই। বিগত সংসদে জাতীয় পার্টি (এ) ও জাতীয় পার্টি (মি-ম) মাননীয় সাংসদবৃন্দ কৃষি কলেজ দুটিকে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের চরম বিরোধিতা করেছেন। তারা আইনগুলোকে সংশোধন করে দিনাজপুরে হাজী মো. দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বরগুনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য লিখিত সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন এবং তাদের প্রস্তাব সরকারি দল প্রত্যাখ্যান করে। তারা রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটিকে কারমাইকেল কলেজ চত্বর থেকে স্থানান্তর করে লালমনিরহাট/নীলফামারী/ গাইবান্ধা জেলায় স্থাপনের ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব ও সংশোধনী পেশ করেছেন। কেননা বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ৮টি জেলার স্বল্প আয়ভুক্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুরে কারমাইকেল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতেই হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।